কবিরা গুনাহ

ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ যাহাবী রহ.

অনুবাদ

মুফতী মাহমুদ বিন রুহুল আমীন

কবিরা গুনাহ

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি রহ.

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
গুনাহের সংজ্ঞা কী? ৯
গুনাহের সময় আমাদের করণীয় কী? ৯
গুনাহের বিশেষ প্রভাব ১০
শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে ১১
গুনাহকে কখনো হালকা মনে করবেন না ১২
গুনাহ বর্জন করাও একটি সুন্নাহ ১২
কবিরা গুনাহের সংজ্ঞা ১৩
মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা ১৫
কাউকে হত্যা করা ২১
জাদু-টোনা করা ২৩
নামাজ ছেড়ে দেওয়া ২৭
শিশুদেরকে কখন কীভাবে নামাজের আদেশ করবেন ৩২
দলিল ও তার জবাব ৩৩
কবিরা গুনাহের একটি প্রসিদ্ধ-০১ ..... ৩৪
কবিরা গুনাহের একটি প্রসিদ্ধ-০২ ..... ৩৫
জাকাত না দেওয়ার পরিণতি ৩৬
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৩৮
অকারণে রমজানের রোজা ছেড়ে দেওয়া ৪০
সামর্থ্য থাকার পরও হজ না করা ৪১
মা-বাবার অবাধ্য হওয়া ৪২
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ৪৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় না রাখা ৫২
একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা ৫৩

জিনা-ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিণতি.....৫৪
সমকামিতার ভয়াবহ পরিণতি.....৫৮
সমকামিতার পরিণতির ঘটনা.....৬৩
সুদ খাওয়া.....৬৪
এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা.....৬৬
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা.....৬৯
মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর উপর মিথ্যা অপবাদ.....৭২
জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া.....৭৩
শাসকগোষ্ঠী প্রজাদের উপর জুলুম করা.....৭৪
অহংকার করা.....৭৭
মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া.....৭৯
মদপান করা.....৮০
জুয়া খেলা.....৮৪
নিরাপরাধ নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া.....৮৫
গনিমতের মাল আত্মসাৎ করা.....৮৮
চুরি করা.....৮৯
ডাকাতি করা.....৯১
মিথ্যা শপথ করা.....৯২
জুলুম করা.....৯৫
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা.....৯৮
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা.....৯৯
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা.....১০১
টেক্স তথা কর আদায়.....১০৩
হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা.....১০৪
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা.....১০৭
আত্মহত্যা করা.....১০৯
মিথ্যা বলা.....১১১

অবিচার করা.....১১৫
ঘুষ আদান-প্রদান করা.....১১৭
নারী-পুরুষ একে অপরের সাদৃশ্য গ্রহণ.....১১৮
স্ত্রীর মন্দ কাজে বাধা না দেওয়া.....১১৯
হিল্লাকারী ও হিল্লাকৃত ব্যক্তি.....১২০
মাসআলা ও তার জবাব.....১২০
হিল্লাকারী ও হিল্লাকৃত ব্যক্তি.....১২১
ফকিহদের নিকট হালালার ফতোয়া.....১২৩
প্রস্রাবের ছিটাফোঁটার ব্যাপারে সতর্ক না থাকা.....১২৪
রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদত.....১২৫
দুনিয়ার জন্য ইলম শেখা এবং তা গোপন করা.....১২৬
আমানত রক্ষা না করা.....১২৭
মানুষকে খোঁটা দেওয়া.....১২৯
তাকদিরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা.....১৩০
মানুষের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা.....১৩৩
চোগলখোরি করা.....১৩৪
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা.....১৩৬
অভিসম্পাত-তিরস্কার করা.....১৩৭
ওয়াদা পালন না করা.....১৩৯
গণক ও জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা.....১৪০
স্বামীর অবাধ্য হওয়া.....১৪৩
বিলাপ করে কাঁদা.....১৪৮
বিদ্রোহ করা.....১৫১
অসহায় দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার করা.....১৫৩
প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া.....১৫৪
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা.....১৫৬
মুসলমানদের ক্ষতি ও অপমান করা.....১৫৭

নেককার বান্দাদের কষ্ট দেওয়া..... ১৫৮
টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা..... ১৫৯
পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমের কাপড় পরিধান করা..... ১৬১
গোলাম পালিয়ে যাওয়া..... ১৬২
মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে জবাই করা..... ১৬৩
সজ্ঞানে ভুল বংশতালিকা উপস্থাপন করা..... ১৬৪
ঝগড়া-বিবাদ করা..... ১৬৫
প্রয়োজনীয় পানি নিতে নিষেধ করা..... ১৬৬
ওজনে কম দেওয়া..... ১৬৭
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা..... ১৬৭
মহান আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নিঃশঙ্ক থাকা..... ১৬৮
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা..... ১৬৯
অকারণে জামাত ছেড়ে দেওয়া..... ১৭০
একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা..... ১৭৪
অসিয়তের সময় ন্যায়-বিচার না করা..... ১৭৫
মানুষের সাথে প্রতারণা করা..... ১৭৬
মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা..... ১৭৭
ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা..... ১৭৯
সাহাবায়ে কেরামগণকে গালমন্দ করা..... ১৮১
আরও কিছু কবিরা গুনাহ..... ১৮৪
হতাশ হবেন না..... ১৮৫
তাওবা ইসতিগফারের পর্যালোচনা..... ১৮৬
খাঁটি তাওবা..... ১৮৮
তাওবা ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি..... ১৮৯
তাওবার বৈশিষ্ট্য..... ১৯০
এখনই তাওবা করুন..... ১৯১

ভূমিকা

গুনাহের সংজ্ঞা কী?

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার আদেশ নিষেধের বিপরীত কোনো কাজ করা অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহের বিপরীত দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা।

সত্যিকার অর্থে গুনাহ হচ্ছে এমন, যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করতে পারে অথবা অভ্যন্তরীণ কোনো অঙ্গ দ্বারাও করতে পারে। তাছাড়া হিংসা, লোভ, রাগ, শত্রুতা, মিথ্যা, গিবত ও মন্দাচার ইত্যাদি। এগুলো প্রকাশ্যে করুক বা অপ্রকাশ্যে সবই গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কুরআনে কারিমে ওই সমস্ত গুনাহ বর্জন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন :

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

ছেড়ে দাও প্রকাশ্য এবং গোপন গুনাহসমূহ।[১]

গুনাহের সময় আমাদের করণীয় কী?

গুনাহের ভিত্তি হচ্ছে মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। তার ভিত্তি জাহাজের নোঙরের মতো বেশ শক্তিশালী। প্রথমত মানুষ চিন্তা করে কিছুদিন গুনাহ করে ত্যাগ করব। আজকাল করতে করতে গুনাহের অভ্যাস এতটাই শক্ত অবস্থানে চলে যায়, পরে তা ত্যাগ করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। গুনাহ হলো শূন্যতার মতো, যা মানুষকে খুব সহজেই দুর্বল করে ফেলে।

আপনি লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, গাছের ডালে শূন্যতা, তা এমনভাবে গাছটি বিস্তার করে রেখেছে, তার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ঠিক তেমনই মানুষ গুনাহ করতে করতে একপর্যায়ে তার

---

০১. সুরা আনআম : ১২০।

রুহানি উন্নতি ও ক্রমবিকাশও থেমে যায়। বিশেষ করে পাপের দৃষ্টান্ত পুরাতন ঘা বা সংক্রামক ব্যাধির মতো বৃদ্ধি পায়।

থাকলে কষ্ট দেয়, চিকিৎসা না করলে বাড়তে থাকে। এই গুনাহ্ মানুষের রুহানি পোশাকের উপর কলঙ্ক লেপন করে। যেমন মানুষ তার পোশাকে দাগ লাগুক পছন্দ করে না।

সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহ তাআলাও রুহানি পোশাকে দাগ লাগুক, এটা পছন্দ করেন না।[২]

গুনাহের বিশেষ প্রভাব

প্রতিটি জিনিসের কোনো না কোনো প্রভাব থাকে। গুনাহের মধ্যেও একটি প্রভাব রয়েছে। তা হচ্ছে, মানুষকে লজ্জিত করে। এটি বুঝে নিন, দুটি কথা লোহার উপর দুটি রেখাপাতের মতো। গুনাহ দ্বারা মানুষ লজ্জিত হয় আর নেক দ্বারা পায় শান্তি।

তাছাড়া মানুষ কেনইবা সহজে গুনাহ করবে না, কেননা তাকে তো বুঝদানকারী ও বাধাদানকারী কেউ নেই। তাছাড়া গুনাহের সকল আসবাব তো সামনে উপস্থিত। তাই আপন মনে গুনাহ করে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও গুনাহ তার জন্য অপমানের কারণ।

গুনাহ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামগণ বলেন, গুনাহ মুমিনের জন্য একটি বিচ্ছুর মতো। বিচ্ছুটি ছোট হোক বা বড়, যেকেউ দেখলেই ভয় পাবে। কাউকে এমন পাবেন না, যে বিচ্ছু হাতে নেওয়ার চেষ্টা করবে। কেননা বিচ্ছু ছোট হোক বা বড়, তাতে বিষ রয়েছে।

তদ্রূপ গুনাহ ছোট বা বড় হোক, তার মধ্যে অপমান রয়েছে। আমাদের মাশায়েখের নিকট গুনাহ অঙ্গারের মতো। অঙ্গার ছোট হোক অথব বড়, হাত লাগার দ্বারা হাত জ্বলে যাবে।

---

০২. গুনাহ ছে তাওবা কি জিয়েঁ, মাওলানা জুলফিকার আলি।

যদি ছোট অঙ্গার অজ্ঞাতভাবে লেগে যায়, তাতেও অনেক সময় ভড়কে যায় এবং কাদচিৎ আগুনও লেগে যায়। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবদুল্লাহ, বিশিষ্ট সাহাবি হজরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন :

كُلُّ مَا نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ

যে কাজ করতে শরিয়ত নিষেধ করেছে, তা-ই কবিরা গুনাহ।

শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে

সত্যিকার অর্থে শয়তান মানুষের দৃষ্টিতে গুনাহকে হালকা করে দেখায়। এটা হলো শয়তানের বড় আক্রমণ। সে গুনাহের ব্যাপারে অন্তরে বিভিন্ন রকম অসওয়াসা দিতে থাকে। যেমন– এরকম গুনাহ তো অধিকাংশ মানুষ করে যাচ্ছে। এরকম গুনাহ তো সাধারণত হয়ে যায়।

এরকম গুনাহ থেকে বাঁচা অনেক কষ্টকর। পর্দাহীনতা তো বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সুতরাং তার থেকে বাঁচা অনেক মুশকিল। শয়তান মানুষের কাছে এজন্য গুনাহকে ছোট করে উপস্থাপন করে, যাতে মানুষ গুনাহ করতেই থাকে।

বিশেষ করে ফাসেক-ফুজ্জাররা গুনাহকে এতই হালকা মনে করে, যেন একটি মশা বসল, আর তা উড়িয়ে দিলো। মুমিন তো গুনাহকে এমন মনে করবে, তার মাথার উপর পাহাড় রেখে দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় শয়তান গুনাহকে সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন :

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوْا خَاسِرِيْنَ۔

আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছি। সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাতের আমল তাদের সামনে শোভন করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারে শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত

হলো, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের উপর। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত।[৩]

গুনাহকে কখনো হালকা মনে করবেন না

এখানে এসে বান্দার সতর্কতা জরুরি। সে মহান আল্লাহর হুকুমকে আল্লাহর হুকুম মনে করবে এবং অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব এমনভাবে বদ্ধমূল করবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের বাইরে কোনো কাজ করার চিন্তাও করবে না :

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআনে কারিমে বলেন :

لَا تُحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

তোমরা কখনোই গুনাহকে হালকা মনে করবে না। কেননা বড় বড় পাহাড় ছোট ছোট পাথরেরই সমষ্টি।[৪]

গুনাহ বর্জন করাও একটি সুন্নাহ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যতম সুন্নত হলো, গুনাহ বর্জন করা, গুনাহ এড়িয়ে চলা। মানুষ অনেক ব্যাপারে যত্নবান হলেও এই সুন্নতের ব্যাপারে খুবই উদাসীন।

তাছাড়া সাধারণ মানুষ বা বিশেষ ব্যক্তি সকলেই নফল, অজিফা, জিকির আযকারকে খুব গুরুত্ব দিলেও গুনাহ পরিত্যাগ করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে তত বেশি গুরুত্ব দিতে চায় না।

কেননা নফল ও জিকির আযকারের কারণে তার মনে আনন্দের উদ্রেক হয়। গুনাহ ছাড়লে তার নফসের কষ্ট হয় এবং পেরেশানি অনুভব হয়। তাই সে ইবাদতও করতে থাকে আবার অনাসায়ে গুনাহের কাজ করতে থাকে।

---

০৩. গুনাহ ছে তাওবা কি জিয়েঁ।
০৪. গুনাহ ছে তাওবা কি জিয়েঁ।